দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 26 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চট্টগ্রামের দু'টি ভাল কলেজের ভর্তি তালিকায় অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর নাম নেই

মহসিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম অফিস ॥ কলেজ ভর্তিতে বয়স্ জ্যেষ্ঠতা' মেধা বিচারের মাপকাঠিতে পড়ে চট্টগ্রামের শীর্ষ ১০টি স্কুলের অধিকাংশ মেধাবী মুখই বাদ পড়তে শুরু করেছে। চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজের ভর্তির তালিকায় নাম নেই বহু স্কুলের নিয়মিত মেধা তালিকায় স্থান করাদের। চট্টগ্রাম কলেজের ভর্তির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় এ অঞ্চলের প্রথম স্থান অধিকারীও। কলেজিয়েট স্কুল, মুসলিম হাই স্কুল, ডা. খাস্তগীর উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারী স্কুল, নাসিরাবাদ বয়েজ ও গার্লস স্কুলের গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত

বিতর্কিত বয়সের ফাঁদা॥ ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল দাবি

বহু ছাত্র এ দু'টি কলেজের ভর্তির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এতে ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে গণঅসন্তোষ। চট্টগ্রামে শীর্ষ কয়েকটি স্কুলের মেধাবী ছাত্ররা জোটবদ্ধ হয়ে মঙ্গলবার সরকারের কাছে এ ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানিয়েছে। দু'দফা প্রস্তাবও পেশ করেছে ছাত্রছাত্রীরা। মৌখিক পরীক্ষা অথবা ট্রান্সক্রিপ্টে বিষয়ওয়ারি গ্রেডিং পয়েন্টের পাশাপাশি নম্বর প্রদানের মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাইয়ের দাবি করেছে। তারা বলেছে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। মেধা বিচারে বয়স কখনও যোগ্যতা হতে পারে না। ছাত্ররা ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রয়োজনে আন্দোলন শুরুরও হুমকি দিয়েছে। সচেতন ছাত্রের ব্যানারে তারা অনশন করবে বলেও জানিয়েছে।

গত রবিবার চট্টগ্রাম কলেজে এবং মঙ্গলবার মহসিন কলেজের ভর্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে গণহারে বাদ পড়েছে চট্টগ্রামে শীর্ষ ১০টি স্কুলের সিংহভাগ জিপিএ-৫ প্রাপ্তরা। চট্টগ্রাম কলেজে অসংখ্য মাদ্রাসার ছাত্র বয়সের গ্যাঁড়াকলে ঢুকে পড়েছে। অনুসন্ধান নিয়ে জানা যায়, কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম ৭ জনই ভর্তির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। একই অবস্থা মুসলিম হাই স্কুলেরও। ক্লাসে মেধা তালিকায় নিয়মিত শীর্ষ স্থানকারীদের কেউ নেই। এমনকি মহসিন কলেজের তালিকায়ও তাদের স্থান নেই। নামমাত্র কিছুসংখ্যক গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে তারা ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করবে কিনা এ নিয়ে সন্দিহান। সাধারণত চট্টগ্রাম কলেজের বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের সাড়ে ৭শ' আসনের মধ্যে ৫০ ভাগের বেশি আসন মেধার যোগ্যতায় কলেজিয়েট স্কুলের দখলে থাকত। যুগ যুগ ধরে এ স্কুলের মেধাবীদের ধারাবাহিকতায় এ প্রক্রিয়া চললেও এবার ব্যতিক্রম। কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা জানিয়েছে, গত রবিবার চট্টগ্রামের প্রথম শীর্ষ কলেজ চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তিচ্ছুদের তালিকায় ২০ ভাগেরও কম তাদের স্কুলের ছাত্রদের। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রামের শীর্ষ স্থানীয় ১০টি স্কুলের ১ থেকে ২০ রোল নম্বরের অনেকেই ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া সত্ত্বেও বয়সের কারসাজিতে গণহারে পিছিয়ে পড়েছে।